তারিখ 11 JUL 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

যায়যায়দিন

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ৬২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত

যায়যায়দি রিপোর্ট

সকাল থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি উপেক্ষা করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা গতকাল কলেজ ক্যাম্পাসে জড়ো হতে শুরু করেছিলেন। ফার্স্ট ইয়ার থেকে শুরু করে ইনটার্নশিপের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুরোনো ক্যাম্পাসে নতুন করে উপভোগ করতে দেখা যায় দেশের বিশিষ্ট চিকিৎসকদের। কারণ গতকাল তাদের প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের (ডিএমসি) ৬২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ছিল। এ উপলক্ষে দিনব্যাপী র‍্যালি, স্মৃতিচারণ, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৬২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ডিএমসি অ্যালামনাই ট্রাস্টের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. এ এম এম শওকত আলী। ডা. মিলন অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এ কে এম জাফর উল্যা খান ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর এম এ ফয়েজ।

ডিএমসির অ্যালামনাই ট্রাস্টের সভাপতি প্রফেসর মির্জা এম ইসলাম এ অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। কলেজের প্রিন্সিপাল কাজী দীন মোহাম্মদ, ডিএমসি অ্যালামনাই ট্রাস্টের সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর সৈয়দ মাহবুবুল আলম, ডিএমসির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদুস শহিদ খান এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর মোঃ ফজলুল হক, জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটালের চেয়ারম্যান ও এ অনুষ্ঠানের মিডিয়া সেক্রেটারি ডা. জোনাইদ শফিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি রকিবুদ্দিন আহমেদ, ফারহানা দেওয়ান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা এম এম শওকত আলী বলেন, ডিএমসি ডে ২০০৮ উদযাপন উপলক্ষে স্বনামধন্য এ প্রতিষ্ঠানটির সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলন ঘটেছে। যা একটি আনন্দঘন মুহূর্তের সৃষ্টি করেছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ এক অনন্য ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। মানব সেবায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে এখানকার ছাত্রছাত্রীরা দেশের উন্নতিতে অবদান রাখছে। সিনিয়রদের মতো বর্তমান শিক্ষার্থীদেরও এ সুনাম ধরে রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা ইন্টার্নি ডাক্তারদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির সুপারিশ করে বলেন, দেশের দরিদ্র রোগীদের উন্নত চিকিৎসার অন্যতম স্থান হচ্ছে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। সারা বাংলাদেশ থেকে আসা রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেয়ার লক্ষ্যে ইন্টার্নি ডাক্তাররা রাত-দিন পরিশ্রম করে চলেছে। বিনিময়ে এসব ডাক্তারকে মাত্র ছয় হাজার টাকা বেতন-ভাতা দেয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য উপদেষ্টার কাছে ইন্টার্নি ডাক্তারদের বেতন বাড়িয়ে দশ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবি জানান বক্তারা।

এছাড়াও বক্তারা এ মেডিক্যাল কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বান জানান। এ ব্যাপারে তারা বলেন, ১৯৪৬ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর এখান থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি দেয়া হতো। ১৫ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৯৩ সাল থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি দেয়া হচ্ছে। ডিএমসি থেকে ৩৬টি বিষয়ে এ ডিগ্রি দেয়া হয়। এসব কারণে ক্লাস রুম ও লাইব্রেরি সঙ্কটসহ আমাদের নানান সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এসব সমস্যা সমাধান করে কলেজটিকে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা দেয়া যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন বক্তারা। বক্তারা আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব অবকাঠামো কলেজটির রয়েছে।